দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ FEB 1 1999
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে বিধিমালা জারি হচ্ছে

ওবায়দুল কবির

কিন্ডারগার্টেন বিদেশী ভাষায় পরিচালিত স্কুল এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে বিধিমালা জারি হচ্ছে। আইন মন্ত্রণালয়ের মত নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে এই বিধিমালা চূড়ান্ত করেছে। শীঘ্রই এসআরওর মাধ্যমে এই বিধি বলবত করা হবে।

নতুন বিধিমালায় মূলত এসব প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি এবং পাঠ্যসূচীর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ১৯৬২ সালে প্রণীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিধান অনুযায়ী দেশে বেসরকারীভাবে কিন্ডারগার্টেন, প্রিপারেটরী স্কুল, নার্সারি, বিদেশী ভাষার স্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। '৬২ সালের আইন অনুযায়ী কোন কিছু বিচার-বিশ্লেষণ না করেই সরকারকে এইসব প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন দিতে হচ্ছে। সম্প্রতি অনেক প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। নিয়ম নীতি না থাকায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে এসব প্রতিষ্ঠান। অনেক প্রতিষ্ঠানে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ পাঠক্রম শিশুদের পড়ানো হচ্ছে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে বিকৃত তথ্য সংবলিত দেশের সঠিক ইতিহাস পরিপন্থী পাঠ্যক্রমও চালু রয়েছে। এইসব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

নতুন বিধিমালা অনুযায়ী এইসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পূর্ব শর্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট পরিমাণ নিজস্ব জায়গা, ভবন, সম্পদ এবং নগদ টাকা থাকতে হবে। থাকতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাত্র/ছাত্রী এবং নিজস্ব লাইব্রেরি। এরপরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগুলোকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হবে। রেজিস্ট্রিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বোর্ড বা সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে হবে। এইসব শর্তের বরখেলাপ হলে সরকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারবে।

বর্তমানে যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে এগুলোর ক্ষেত্রেও নতুন বিধিমালা প্রযোজ্য হবে। এইসব প্রতিষ্ঠান সরকারী শর্তাবলী পূরণ করেছে কিনা কর্তৃপক্ষের কাছে এর প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হবে তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে।